67

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কাউখালি ডিগ্রী কলেজের নানা সমস্যা

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা ॥ ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত কাউখালী কলেজটির দুই যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরও নানা জটিলতার কারণে ও অর্থের অভাবে সমস্যার আবর্তে পড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ও শিক্ষকদের থাকা-খাওয়ার পরিবেশ

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

কাউখালী ডিগ্রী

(৩য় পৃঃ পর)

দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। প্রায় ১৫ শত ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত এই কলেজটি সীমাহীন সমস্যায় জর্জরিত। স্বাধীনতার পরে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ভবনগুলি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মাত্র পুরাতন দুইটি পাকা ও একটি টিনশেডে ১৫ শত ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া, কলেজ অধ্যক্ষের রুম, অধ্যাপকদের রুম এবং কলেজ অফিস রুম পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে একটি ক্লাস রুমের জন্য একটি দ্বিতল পাকা ভবন নির্মাণ করা হইতেছে বলিয়া জানা যায়। এই ভবন নির্মাণ হইলেও সমস্যার বিশেষ কোন উন্নতি হইবে না। ইতিমধ্যেই পুরাতন ভবনগুলির ছাদ ধসিয়া বৃষ্টির পানি পড়িতেছে। দেওয়াল এবং মেঝের প্লাষ্টার উঠিয়া যাইতেছে। জরাজীর্ণ টিনের ঘরটি ব্যবহারের অযোগ্য। অর্থের অভাবে এইগুলি সংস্কার করা সম্ভব হইতেছে না। কলেজে আসবাবপত্রের অভাব, বিজ্ঞান ভবন নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা কোন মিলনায়তন নাই। শৌচাগার ও খেলাধূলার মাঠ ব্যবহারের অনুপযোগী। কলেজের সম্মুখে বিরাট মাঠটি বর্ষা হইলেই পানিতে ডুবিয়া যায়। শিক্ষক-ছাত্রদের হোষ্টেল নাই। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের থাকার জন্য ছোট টিনশেড কাঁচা মাটির ঘর রহিয়াছে। সেখানে বসবাস করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

ডিগ্রী কলেজ হওয়া সত্ত্বেও আজও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয় নাই। সারা কাউখালী থানায় একটি মাত্র কলেজ থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির চাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও অর্থের অভাবে লেখাপড়ার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ গড়িয়া তোলার মত কলেজটিকে সংস্কার করিয়া এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সবকিছুসহ উন্নয়নমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস রুমগুলি শিক্ষকদের অফিস ও অধ্যক্ষের অফিস এবং অধ্যাপকদের থাকার হোষ্টেলটির আশু নির্মাণ ও সংস্কার করা প্রয়োজন।